ইউনিট ১

অর্থনৈতিক ভূগোল

আমরা প্রাকৃতিক ভূগোলে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও তার বিভিন্ন উপাদানসমূহের গঠন ও বন্টন সম্পর্কে অবহিত হতে পেরেছি। অর্থনৈতিক ভূগোল সেই সকল উপাদানের মিথস্ক্রিয়া তথা মানুষের জীবিকা নির্বাহের নিমিত্তে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বা কর্মকান্ড বিষয়ক দ্রব্যাদি নিয়ে আলোচনা করে।

পাঠ- ১.১ ঃ সংজ্ঞা, পরিধি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

☞ অর্থনৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;

☞ অর্থনৈতিক ভূগোলের পরিধি সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

অর্থনৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞা ঃ অর্থনৈতিক ভূগোল ভূগোলের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা যাহা ভূ-পৃষ্ঠস্থ মানব কর্মকান্ডের আঞ্চলিক পৃথকীকরণ সমেত উৎপাদন, বিনিময় ও সম্পদ ভোগের সংগে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে/স্থানে বসবাসকারী (স্থায়ী/অস্থায়ী) মানুষের জীবন ধারণের নিমিত্তে সকল প্রকার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, বিকাশ, বিস্তার, বিবর্তন এবং বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে বিচার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে, তাকেই আমরা অর্থনৈতিক ভূগোল বলবো। ইহা মূলতঃ নিম্নোক্ত তিনটি মৌলিক বিষয়ে আলোকপাতসহ ব্যাখ্যামূলক বিশ্লেষণ করে থাকে।

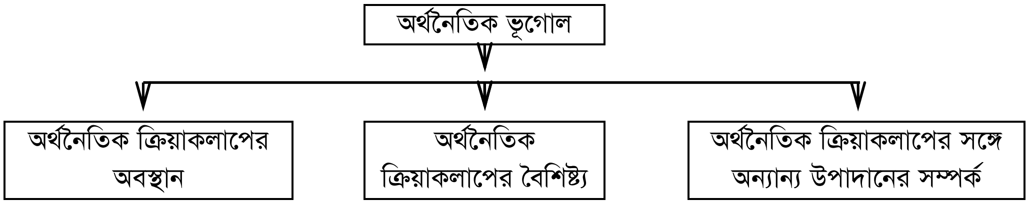

মৌলিক বিষয়- ১

অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপগুলোর অবস্থান

পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চল/জায়গায় কি কি ধরণের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিদ্যমান বা কেন ইত্যাদি ধরণের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। আমরা জানি ভৌগোলিক জ্ঞানের মৌলিক বিষয় হচ্ছে অবস্থান। স্বাভাবিক ভাবেই কোন ব্যক্তি পৃথিবীর শস্য খামার সম্পর্ক অনুসন্ধান নিমিত্তে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে শুরু করতে পারেনঃ ”কোথায় কোথায় ধান চাষ করা হয়? কিন্তু সবচেয়ে উত্তম পন্থা হচ্ছে একটি মানচিত্রের আশ্রয় নেয়া এবং মানচিত্রই কোথায় প্রশ্নের পরিষ্কার ও দ্রুত উত্তর প্রদানে সক্ষম। সম্ভবতঃ একজন কৃষি অর্থনীতিবিদ বা শস্য বিশেষজ্ঞ নিঃসন্দেহে শস্য মানচিত্র তৈরি করতে পারেন এবং পৃথিবীর কোথায় কোথায় ধান উৎপাদিত হয়ে থাকে তা চিহ্নিত করতে সক্ষম। সুতরাং মানচিত্র হচ্ছে একজন ভূগোলবিদের নিজস্ব কৌশল ও পারিসরিক বন্ধনের চূড়ান্ত বোঝাপড়ার হাতিয়ার।

প্যাটার্ন বা বিন্যাস ধারণাও আমাদের অবস্থান ধারণা উপলব্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। প্যাটার্ন হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠের উপরে একটি উপাদানের সজ্জিতকরণ বা সাজানো। পৃথিবীর জনসংখ্যা প্যাটার্ন, উদাহরণস্বরূপ প্রকাশ করে বুঝা বা জানা যায় যে, কোন কোন দেশ বেশী ঘন বসতিপূর্ণ, কোন কোন দেশ কম ঘন বসতিপূর্ণ আর কোন কোন দেশ হালকা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। যেহেতু প্যাটার্নের সমর্থক শব্দ বিন্যাস বা বিস্তরণ, সুতরাং বিস্তরণ শব্দটি ব্যবহার বেশী শ্রেয় এবং আমরা বলবো জনসংখ্যা মানচিত্র পৃথিবী পৃষ্ঠের লোকজনের বন্টন দেখায়। অর্থাৎ মানচিত্র হচ্ছে অবস্থান প্যাটার্নের ছবি যা

একজন ভূগোলবিদ তাঁর নিজের পছন্দমত জিনিসের আঞ্চলিক সনাক্তকরণে বড় উপকারী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন।

আবার অঞ্চল হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠস্থ যেকোন অংশ যার রয়েছে সমস্বত্ব গুণাবলী সম্বলিত কোন এক নির্ধারিত ভৌগোলিক ও দলগত উপাদানের সংমিশ্রণ। অর্থাৎ অঞ্চল হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠের একক একটি স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত অংশ বিশেষ এবং ইহা বলয়, মন্ডল, স্থল ও রিম ইত্যাদি শব্দের অংশ বিশেষ বলেও পরিচিত।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, কোন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অবস্থান প্রকাশে মানচিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হিসাবে পালন করে থাকে।

মৌলিক বিষয়- ২
অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বৈশিষ্ট্যাবলী

ধান উৎপাদন কোথায় কোথায় হয় তার সকল স্থান সনাক্তকরণের পর একজন ভূগোলবিদ অন্যান্য বিষয়ে অনুসন্ধানমূলক কাজ চালাতে চান। ধান চাষে বা উৎপাদনে কি কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার মাধ্যমে সেসব অঞ্চলকে পার্থক্যসূচী করতে পারে? কত একর ভূমি একাজে জড়িত? এতে কোন ধরনের চাষ ও জীব জন্তু জড়িত? কি পরিমাণ শস্য উৎপাদিত হয়? অন্য কি কি শস্য জন্মে? কোন কোন ক্ষেত্রে এ এলাকা যেমন দুগ্ধ খামার, শস্য খামার, গম, তুলা ইত্যাদি থেকে ভিন্নতা প্রকাশ করে। শস্য খামার গুলোর বিভিন্ন বিষয়াদি সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে একজন ভূগোলবিদকে আমেরিকার শস্য বলয়, নেদারল্যান্ডের দুগ্ধ খামার, আর্জেন্টিনার শস্য ক্ষেত্রের মিল ও অমিল খুজে বের করতে সক্ষম করে তোলে। অর্থাৎ পরিস্কারভাবে ভূগোলবিদরা প্রথমতঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে শস্য খামারের কি ধরনের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং এসব বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে ঐ সকল স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য মূলক সীমানা দিয়ে মানচিত্র আকার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

অর্থাৎ একজন ভূগোলবিদ তার পারিসরিক জ্ঞানের মাধ্যমে অবস্থান ও তার বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব অনুধাবন তথা বিশ্লেষণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকেন।

মৌলিক বিষয়- ৩
অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে কোন কোন উপাদান জড়িত

এ বিষয়ে অবগত হতে হলে নিম্নোক্ত চারটি উপায় সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। যেমনঃ
ক) কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ; খ) ভৌত ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্বন্ধ; গ) আন্তঃ ও বহিঃ বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক এবং ঘ) সহ-সম্বন্ধ। নিম্নে এ চারটি বিষয় আরো গভীরভাবে আলোচনা করা হ'ল।

ক) কারণ ও ফলাফল ঃ নিমিত্তবাচক সম্বন্ধ সম্পর্ক ওয়াকিবহাল এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম করে। যেমনঃ যেখানে শস্য বলয় অবস্থিত, সেখানে কোন শস্য বলয়ের উন্নতিতে কোন স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান?

পর্যায়ক্রমিক সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগতি ও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম করে তোলেঃ শস্য উৎপাদন মৃত্তিকা ক্ষয়ের উপর কতটুকু প্রভাব বিদ্যমান শস্য কৃষি (Iowa) ও অন্যান্য শস্য বলয় রাজ্যগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে কি ধরনের ভূমিকা রেখেছে?

সুতরাং অনেক ভূগোলবিদই এ সকল বিশ্লেষণমূলক প্রশ্নের উত্তর গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে বিশ্বাস করেন এবং এ ভাবেই তারা তৃপ্ত যে, অর্থনৈতিক ভূগোলে নিম্নোক্ত চারটি মৌলিক প্রশ্ন থাকা উচিত যেমনঃ (১) শস্য বলয় কোথায়? (২) এটি কেমন? (৩) ইহা সেখানে কেন? এবং (৪) এইসব সেখানে থাকার কারণে কি ফলাফল ও তার উপর প্রভাব কতটুকু?

খ) প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্বন্ধ/সম্পর্ক ঃ প্রাকৃতিক প্রপঞ্চসমূহ প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠন করে যে পর্যায়ে মানুষ তার নাটক মঞ্চস্থ করে থাকে, সেই পরিবেশই হচ্ছে কতকগুলো প্রাকৃতিক উপাদানের সামগ্রীক অবস্থা (আর্দ্রতা, তাপ, মৃত্তিকা, ভূ-খন্ড ইতাাদি)। এক অর্থে প্রাকৃতিক পরিবেশ হচ্ছে সবকিছুই যা মানুষের পর্দায় আসার পূর্বেই বিদ্যমান ছিল। সুতরাং শস্য উৎপাদনে ভৌগোলিক বিশ্লেষণে আমাদের উচিত, একদিকে উদ্ভিদ উৎপাদনের হারের সঙ্গে সম্পর্ক অনুধাবন এবং অন্যদিকে গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টির পরিমাণ (ইঞ্চি) ও পর্যায়ক্রমিক তুষার যুক্ত দিন (সংখ্যা)। পৃথিবী পৃষ্ঠে মানুষ কি জন্মাবে বা ভোগ করবে তা কিন্তু প্রকৃতি নির্ধারণ করে না, যদিও নিশ্চিতভাবে এর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। একটি জিনিস কতিপয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড মানুষকে বহন থেকে বারণ করতে পারে। যেখানে কয়লা সঞ্চিত হয় না, সেখানে কয়লা খনি

থাকতে পারে না। আবার কমলালেবু পৃথিবীর যে কোন স্থানে জন্মানো সম্ভব যদি প্রচুর ভবন তৈরী মৃত্তিকা বহন এবং অন্ত রায় অঞ্চলের আলো, তাপ ও আর্দ্রতা সরবরাহে প্রচুর খরচ বহন করতে পারে। তবে পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চল কমলালেবু চাষের জন্য উপযোগী স্বাভাবিকভাবেই প্রাকৃতিক পরিবেশ অতি উত্তম। সুতরাং পরিবেশ কতকগুলো প্রচেষ্টায় বাধাদান ও অন্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারে। কিন্তু তবুও, একজন অর্থনৈতিক ভূগোলবিদ সর্বদাই নিশ্চিত করে যে একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে এর প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ বিদ্যমান।

আবার একজন অর্থনৈতিক ভূগোলবিদের কাছে সংস্কৃতি অর্থ, মানুষ অর্জিত সর্বমোট সামগ্রিক অবস্থা-জ্ঞান, মনোভাব, চারুকলা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক সংগঠন, ধর্মীয় অপরাধ, অর্থলগ্নির নিয়ন্ত্রণ ও পদ্ধতিসমূহ, বাজারজাতকরণের ধরন এবং ভোগ্য পণ্য সামগ্রীর বদ অভ্যাসে রপ্ত থাকা ইত্যাদি। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডসমূহ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও উৎপাদন উভয়ের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, উত্তর আফ্রিকার বেশীর ভাগ অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ এতই শুষ্ক যে পর্যাপ্ত উদ্ভিজ্জের জন্য অপ্রতুল আর্দ্রতা বিদ্যমান। যদিও কিছু কিছু উদ্ভিদ রাজি রয়েছে যা ছাগল ও ভেড়া পোষার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু বিরাজমান অর্থনীতি হচ্ছে যাযাবর ধরণের যার কমই উদ্ধৃত্ত পশম, চামড়া অথবা মাংস সেই অঞ্চল থেকে বেশি পরিমাণে প্রেরণ করে নিকটবর্তী ইউরোপীয় বাজারে। এখন, দশ হাজার মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অস্ট্রেলিয়ায় উত্তর আফ্রিকার মত প্রাকৃতিক পরিবেশ বিদ্যমান। স্বল্প বৃষ্টিপাত ঘটে ও অপ্রতুল উদ্ভিদরাজি জন্মে তবুও এ অঞ্চলে প্রচলিত অর্থনীতি হচ্ছে বাণিজ্যিক চারণভূমি। ঠিক উত্তর আফ্রিকার যাযাবর কৃষির উল্টো অবস্থা। অর্থাৎ বিপরীত অবস্থায় উদ্ধৃত্ত হারে চাষ ও উৎপাদন করে মাংস, চামড়া ও পশম। কারণ দুটি শুষ্ক অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বেশ তফাৎ বিদ্যমান থাকলেও আফ্রিকান ও অস্ট্রেলিয়ান সংস্কৃতির পার্থক্য বিদ্যমান।

আবার কিছু ভূগোলবিদ এর বিপরীত ধারণা পোষণ করেন। তাঁদের মতে, চাষকৃত মৃত্তিকা একটি সাংস্কৃতিক বিষয় যাতে মানুষের পদচিহ্ন বিদ্যমান। অনুরূপভাবে, নগরের উপরে জলবায়ু একটি সাংস্কৃতিক বিষয় কেননা এর বেশীর ভাগ ধুলি, গ্যাস ও তাপ নগর থেকেই উদ্ভুত। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে যেসব বৈশিষ্ট্যকে আমরা প্রাকৃতিক বলি, তা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি ও মানুষ মিলে এক সঙ্গে সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতি ও মানুষ উভয়ই কোন নির্দিষ্ট এলাকার বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে স্বকীয়তা রয়েছে যা একে অপর থেকে পৃথক করা যায় না। তবে চিন্তার কথা হচ্ছে যদি আমরা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ঐ সকলের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক নিয়ে অনুশীলন করতে চাই তাহলে এটা যুক্তি সংগত হবে এমন ধরণের যেন সজীবের সঙ্গে অজীবের সম্বন্ধ বিশ্লেষণ যা দৃশ্যমান অদৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য অথবা বস্তুগত ও অবস্তুগতের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত।

গ) অন্তঃ ও বহিঃ সম্পর্ক ঃ পারিসরিক নিয়ামক সমূহের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ হচ্ছে অন্যতম একটি ফলপ্রসু উপায় যা একটি অঞ্চলের মধ্যে সংযোগকারী অন্য অঞ্চলের মধ্যে বিবেচনা করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকার শস্য বলয়ের ভূগোল সম্বন্ধে বুঝতে গেলে আমাদের জানা উচিত যে এই সকল অঞ্চলের শস্য খামার স্থানীয় প্রপঞ্চের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যেমন তুষার মুক্ত ঋতুর সময় ব্যাপ্তিকাল, (Length) গ্রীষ্মকালীন রাত্রির তাপমাত্রা, যান্ত্রিকীকরণের মাত্রা, পরিবহণ খরচ, শস্য উৎপাদন ইত্যাদির সঙ্গে আন্তঃ সম্পর্ক।

ঘ) সহ-সম্বন্ধ ঃ পরিশেষে সহ সম্বন্ধের মাধ্যমে অঞ্চল থেকে অঞ্চল, শস্য থেকে শস্য ইতাদি জাতীয় সম্বন্ধ নির্ণয়ের মাধ্যমে যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

আলোচ্য পাঠে আমরা অর্থনৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞা, তার মৌলিক তিনটি প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান লাভ করলাম।

১.১.১. অর্থনৈতিক ভূগোলের পরিধি

অর্থনৈতিক ভূগোলের পরিধি বা আওতাক্ষেত্র বেশ ব্যাপক ও সুবিস্তৃত। পূর্বের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, পৃথিবী পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ মানুষ নামক জীবের অস্তিত্বসহ জীবন ধারণের জন্য নানা ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যা উৎপাদন, বিনিয়োগ ও ভোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়ে অনুশীলনই অর্থনৈতিক ভূগোল এবং পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে চিরায়ত দৃষ্টিভঙ্গি, আধুনিক বা চলমান দৃষ্টিভঙ্গি, গতিময়তা ইত্যাদি স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে। সুতরাং পরিধিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ নিয়মতান্ত্রিকভাবেই আলোচ্য বিষয় হয়ে যায় এবং তা অতিব গুরুত্বপূর্ণ।

ক) মানুষ ঃ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মুল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মানুষ, তাই মানুষের জীবন যাত্রা ও তার মান, অতীত, জন্ম-মৃত্যু, বৃদ্ধি, খাদ্য-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা অর্থনৈতিক ভূগোলের আওতাভূক্ত।

খ) পরিবেশ ঃ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর পরিবেশ (প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক ও জৈবিক ইত্যাদি) এক সুশৃংখলিত নিয়ন্ত্রণ হিসেবে পরিগণিত। তাই মানুষের বিচরণ শিকার থেকে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, যাতায়াত ইত্যাদি উপজীবিকাতে সঞ্চয় করতে হয় নানান ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, উদ্ভিজ্জ, খনিজ সম্পদ, কৃষি ও কৃষিজ দ্রব্যাদি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও তাদের প্রসার ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

গ) অর্থনৈতিক ভূগোলের চিরায়ত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করলে এটা বলা যায় যে, সম্পদ ও পরিবেশের উপর মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ধরন, বিস্তরণ, বিবর্তন ইত্যাদি অনেকাংশে নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ, কোন স্থানের কৃষিজ চাষাবাদ সেই স্থানের ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। আবার ভৌগোলিক অবস্থানও নানা রকম খনিজ সম্পদ, শিল্প ইত্যাদি সম্পদের বিস্তরণ, উৎপাদন কম বেশীর জন্য দায়ী থাকে। সুতরাং অর্থনৈতিক ভূগোল পাঠে প্রকৃতি, পরিবেশ ও তার নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া যায়।

ঘ) অর্থনৈতিক ভূগোলে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপটে মানুষ ও সংস্কৃতি হচ্ছে সম্পদের উৎস এবং প্রকৃতি (প্রাকৃতিক পরিবেশ) ঐ সম্পদের আধার। যেমন আকরিক লোহা (প্রাকৃতিক সম্পদ) কারিগরি কৌশলের সাহায্যে (সংস্কৃতি) ইস্পাতে পরিণত হয় যা মানুষের আর্থ-সামাজিক চাহিদা অনেকাংশে পুরণ করে। সুতরাং ইস্পাত উৎপাদনের মূল শক্তি নিহিত রয়েছে মানুষ ও তার সংস্কৃতির মধ্যে। তাই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা যাচ্ছে যে, একদিকে যেমন মানুষের উৎকণ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমন ভাবেই সম্পদ সৃষ্টি বা আহরণের কর্মস্পৃহাসহ বৃদ্ধি পেয়েছে কাজের ক্ষেত্রফল। অর্থাৎ মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে।

ঙ) মনুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সর্বদাই পরিবর্তনশীল যাতে রয়েছে গতিশীলতা। সুতরাং বর্তমান অর্থনৈতিক ভূগোলের পরিধিও গতিশীল। অর্থনৈতিক ভূগোলের পরিধি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

ক) মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের কার্যকারণ সম্পর্ক নিরূপণ করা

খ) অর্থনৈতিক ভূগোল অধ্যয়নে মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্ক ওয়াকিবহাল হওয়া সম্ভব

গ) অর্থনৈতিক ভূগোলের বিভিন্ন উপজীবিকা অর্থাৎ বিভিন্ন সম্পদের স্থানগত, পরিমাণগত, কল্যাণগত ও গুণমানগত তারতম্যতার বিচার বিশ্লেষণ ও এরূপ বিভিন্নতা মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে প্রভাবিত এবং ভবিষ্যতের তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্ক জানতে সাহায্য করে (যেমন পৃথিবীর উন্নত ও অনুন্নত দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যতা, জমি ব্যবহারের বিভিন্নতা, ব্যয় ও উৎপাদন হারের তারতম্যতা, বিশ্বায়নের প্রবণতা ইত্যাদি করণ)।

ঘ) অর্থনৈতিক ভূগোলের বিভিন্ন তত্ত্ব, তথ্য, বিষয়বস্তু, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত। সুতরাং ভূ-তত্ত্ববিদ্যা, আবহাওয়াবিদ্যা, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, সমুদ্র বিজ্ঞান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, কারিগরীবিদ্যা ইত্যাদি শাস্ত্রের সঙ্গে এর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। ফলে এর পরিধি গতিশীল, ব্যাপক, সুবিস্তৃত, আধুনিক ও পরিকল্পিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১.১ অর্থনৈতিক ভূগোল ভূগোলের একটি গুরুত্বপূর্ণ

ক. বিষয় খ. পাঠ

গ. শাখা ঘ. উপশাখা

১.২ অর্থনৈতিক ভূগোল .... মানব কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনা করে

ক. স্থলভাগের খ. ভূ-পৃষ্ঠস্থ

গ. জলভাগের ঘ. উভয়ের

১.৩ অর্থনৈতিক ভূগোলের মৌলিক বিষয়

ক. ৫টি খ. ৩ টি

গ. ৪ টি ঘ. ২টি

১.৪ অঞ্চলের সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়
ক. মন্ডল খ. স্থান
গ. ধারণা ঘ. বিস্তরণ

১.৫ প্যাটার্ন শব্দটি বেশি ব্যবহার হয়
ক. সহায়ক খ. ধারণা
গ. বিস্তরণ ঘ. অবস্থান

১.৬ মানচিত্র হচ্ছে- প্যাটার্নের ছবি
ক. অবস্থান খ. বন্টন
গ. বিন্যাস ঘ. অঞ্চল

১.৭ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মৌলিক প্রশ্ন
ক. ৪টি খ. ৫টি
গ. ৩টি ঘ. ২টি

১.৮ পরিবেশ হচ্ছে- কতকগুলো উপাদানের সামগ্রিক অবস্থা
ক. প্রাকৃতিক খ. সাংস্কৃতিক
গ. জৈবিক ঘ. কোনটিই নয়

১.৯ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল কেন্দ্র হচ্ছে
ক. মানুষ খ. পরিবেশ
গ. অঞ্চল ঘ. সময়

১.১০ অর্থনৈতিক ভূগোলে বিভিন্ন তারতম্যের বিচার বিশ্লেষণ করে
ক. সম্পদ খ. অর্থ
গ. বিষয় ঘ. উপজীবিকা

উত্তরঃ ১.১ গ, ১.২ খ, ১.৩ খ, ১.৪ ক, ১.৫ গ, ১.৬ ক, ১.৭ ক, ১.৮ ক, ১.৯ ক, ১.১০ ক

শূণ্যস্থান পুরণ করুন

১.১ অর্থনৈতিক ভূগোল মানব কর্মকান্ডের আঞ্চলিক পৃথকীকরণ সমেত , ______ ও ____ সঙ্গে সম্পৃক্ত।

উত্তরঃ উৎপাদন, বিনিময় ও সম্পদ ভোগের

১.২ কোথায় কোথায় ধান চাষ করা হয়? কিন্তু সবচেয়ে উত্তম পন্থা হচ্ছে _______ আশ্রয় নেয়া

উত্তরঃ মানচিত্রের

১.৩ অঞ্চল হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠস্থ যে কোন অংশ যার রয়েছে ______ গুণাবলী সম্বলিত কোন এক নির্ধারিত ভৌগোলিক ও ______ উপাদানের ___________।

উত্তরঃ সমস্বত্ব, দলগত, সংমিশ্রণ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। অর্থনৈতিক ভূগোল কাকে বলে?
২। অর্থনৈতিক ভূগোলের তিনটি মৌলিক বিষয় সংক্ষেপে লিখুন।
৩। অর্থনৈতিক ভূগোলের পরিধি লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। অর্থনৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞা লিখুন এবং ইহার পরিধি বিশদভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ- ১.২ ঃ অর্থনৈতিক ভূগোলের বিষয়বস্তু

উদ্দেশ্যে

এই পাঠ শেষে আপনি—

☞ অর্থনৈতিক ভূগোলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা পাবেন;

☞ অর্থনেতিক ভূগোল পাঠের প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবেন।

আমরা জানতে পারছি যে, অর্থনৈতিক ভূগোলের সঙ্গে মানুষ, পরিবেশ ও সম্পদের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। আর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে এ সবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান বিধায় স্বাভাবিকভাবেই এ গুলো অর্থনৈতিক ভূগোলের বিষয়বস্তু বা বিচার বিশ্লেষণের মূল কেন্দ্র। অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয়সমূহকে প্রথমতঃ ভৌগোলিক পরিবেশ ও তার সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ওপর প্রভাব এবং দ্বিতীয়তঃ মানুষের উপজীবিকার প্রধান মাধ্যম সম্পদ ও তার উৎপাদন, বিনিয়োগ সংরক্ষণ ও বিস্তরণ ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়।

ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ তবে অঞ্চল বা স্থান ভেদে এর তারতম্য বিদ্যমান যা মানুষকে প্রতিনিয়তই প্রভাবিত করে থাকে। যেমন মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের কৃষিকাজ স্বাভাবিকভাবেই ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। এমন ভাবেই বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, খনিজ সম্পদ, বাণিজ্য প্রকৃতি, শিল্প সামগ্রী ইত্যাদিতে। ফলে কোন অঞ্চল ধনী, আবার কোন অঞ্চল দরিদ্র। অর্থনৈতিক ভূগোল অধ্যয়ন এই সব বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সক্ষম হতে পারে।

অপরপক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সম্পদ বন্টন, উৎপাদন ও বিস্তরণের তারতম্যের কারণে কোন কোন দেশ সম্পদশালী বা ধনী আবার কোন কোন দেশ গরীব বা দরিদ্র পীড়িত। আবার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পরিবেশের বিষয়ে কোন কোন দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সম্পদশালী না হয়েও অর্থশালী দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আর অর্থনৈতিক ভূগোলে এ সবেরই প্রশিক্ষণ ঘটে থাকে।

তবে এটা মনে রাখতে হবে যে, সময়, সংস্কৃতি ও পরিবেশ প্রভৃতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল বা গতিময় আর অর্থনৈতিক ভূগোলে এরও প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে।

নিম্নের সারণীতে অর্থনৈতিক ভূগোলের বিষয়বস্তু তুলে ধরা হলোঃ

অর্থনৈতিক ভূগোলের বিষয়বস্তু

মানুষের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড

কোথায় অবস্থিত	কেন অবস্থিত	প্রাকৃতিক পরিবেশ ঐ সব কর্মকান্ডকে কতটুকু প্রভাবিত করেছে বা করছে	ঐসব কর্মকান্ড প্রাকৃতিক পরিবেশকে কতটুকু প্রভাবিত করেছে	ঐসব কর্মকান্ড কতটুকু লাভজনক বা অলাভজনক	বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলে প্রতিকার কি কি?

অর্থনৈতিক ভূগোল পাঠের প্রয়োজনীয়তা

আমরা পূর্বের আলোচনা থেকে জানতে পেরেছি যে, অর্থনৈতিক ভূগোল বিষয়লব্ধ জ্ঞান মানুষকে তার চারিপার্শ্বের পরিবেশ (প্রাকৃতিক পরিবেশ), সম্পদ ও সংস্কৃতি বিষয়ক সঠিক ধারণার উন্মেষ ঘটায় এবং মানুষকে পার্থিব জীবনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে উন্নতি ও তার নিমিত্তে সচেতনতা বৃদ্ধি সাধনে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে।

তাছাড়া পৃথিবীর কোথায় কি পরিমাণ সম্পদ ছিল, বর্তমানে কতটুকু আছে এবং বর্তমানে এদের ব্যবহারের হার, ভবিষ্যৎ স্থিতিশীলতা এবং আগত প্রজন্মের কথা ভেবে ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ ও তার নীতিমালা প্রণয়ন, অপচয়বন্ধ, প্রাপ্ত সম্পদের বন্টন ও তার নিমিত্তে ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ সুবিধা উদ্বৃত্ত ও চাহিদা এলাকা সনাক্তকরণসহ সেগুলোর সুসম ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট জ্ঞান অর্জিত হয় এ ভূগোল পাঠের মাধ্যমে।

মূলত ঃ এই পৃথিবীর বুকে নিজ দেশসহ অন্যান্য অঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামোকে মজবুত, মানুষের দারিদ্রতা দূরীকরণ, সচেতন মানুষ বা জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করণ, জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত খাতের উন্নয়নে অর্থনৈতিক ভূগোলের অবদান অনস্বীকার্য। সুতরাং এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং থাকবে।

অর্থনৈতিক ভূগোল অনুশীলনের মাধ্যমে যেসব বিষয়ে সুফল পাওয়া যেতে পারে তা নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক) বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে ধারণা, বিস্তরণ, কোথায়, কি পরিমাণ এবং কেন অর্থাৎ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের আঞ্চলিক বিশেষীকরণ সম্পর্ক জ্ঞান লাভ তথা ধারণা জন্মে;

খ) কোন স্থানের অর্থনৈতিক হাতিয়ার অর্থাৎ সম্পদ, তার বিশ্ব বিস্তরণ ও উৎপাদন, ব্যবসা বাণিজ্য ও বাজারজাতকরণ, উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি অঞ্চল সনাক্তকরণ এবং টেকসই উন্নয়ন ও বন্টন ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি লাভ ঘটে;

গ) নিজ নিজ দেশসহ সারা পৃথিবীর কৃষিকাজ, শিল্পায়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং এসব নিমিত্তে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ;

ঘ) প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সংস্কৃতিতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সম্পর্ক/প্রভাব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞান লাভ;

ঙ) পৃথিবীর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী তথা মানব গোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মধ্যে মিল অমিল বৈশিষ্ট্যাবলী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া;

চ) বর্তমানের প্রেক্ষাপটে নিজের দেশ সহ বিশ্বের জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি চাহিদার সঙ্গে সংগতি রাখার মানসে বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে সহজে ধারণা লাভ করা যায়;

ছ) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পৃথিবীর পরিবেশকে সুন্দর, সুস্থ এবং মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোকে স্থায়ীকরণের মানসে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়;

জ) যুগোপযোগী বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ লাভ;

ঝ) প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের প্রভাব বিশ্লেষণ জ্ঞান লাভ;

ঞ) পরিবর্তনশীল প্রকৃতির প্রভাব মূল্যায়ন জ্ঞান;

ট) পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে পরিবেশের প্রভাব মূল্যায়ন সম্পর্ক জ্ঞান, বিশেষ করে জমির বহুমুখী ব্যবহারকরণ, প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থা, শিল্পনীতি, যানবাহন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক নীতিসহ শ্রম ও শ্রমিক নীতি ইত্যাদি সম্পর্ক ধারণা লাভ এবং

ঠ) প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রভাব পর্যালোচনায় সম্যক ধারণা বৃদ্ধি ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ভূগোলের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান থাকায় এ বিষয়ে অবহিত হওয়া অত্যন্ত-আবশ্যক।

সার্বিকভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ধনী/গরীব নির্বিশেষে সকল জনগণ তথা অঞ্চলের আর্থিক উন্নয়ন কাঠামো শক্তিশালী ও মজবুত করার মানসে সুচিন্তিতভাবে ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের মাধ্যমে বর্তমান ধারাসহ ভবিষ্যৎ সময়ে অব্যাহত রাখার জ্ঞান বৃদ্ধি এই অর্থনৈতিক ভূগোল পাঠেই সম্ভব; বিধায় এই বিষয়ে অধ্যয়ন অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। তাছাড়া বর্তমানে এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, উপগ্রহ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহার প্রচলন, তথ্য ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে বিপ্লব, জিআইএস ও রিমোট সেন্সিং পদ্ধতির প্রয়োগ, আইটি ইত্যাদি আধুনিক কালে সমাজ, শিল্প ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং ঘটাতে যাচ্ছে। সুতরাং অর্থনৈতিক ভূগোলের পরিধি ও বিষয়বস্তুতে এক বিস্তৃত ভূমিকা রাখছে এবং যার ফলে প্রয়োজনীয়তা আরো জোরদার হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১.২.১ অর্থনৈতিক ভূগোলের সঙ্গে পরিবেশ ও সম্পদের সঙ্গে সম্পর্ক

ক. মানুষ খ. উপজীবিকা

গ. সংরক্ষণ ঘ. জলবায়ু

১.২.২ অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয়সমূহকে প্রথমত তার সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর প্রভাব

ক. ভৌগোলিক পরিবেশ খ. সাংস্কৃতিক পরিবেশ

গ. জলবায়ু ঘ. কোনটিই নয়

১.২.৩ অর্থনৈতিক ভূগোলের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় সমূহ

ক. সম্পদ খ. উপজীবিকা

গ. আয় ঘ. ব্যয়

১.২.৪ সংস্কৃতি ও পরিবেশ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল আর অর্থনৈতিক ভূগোলের হয়ে থাকে

ক. গতিময় খ. পরিচয়

গ. প্রশিক্ষণ ঘ. বন্টন

উত্তরঃ ১.২.১ ক, ১.২.২ ক, ১.২.৩ ক, ১.২.৪ গ

শুন্যস্থান পুরণ করুন

১.১ অর্থনৈতিক ভূগোলের সঙ্গে _______, ______ ও _____ সঙ্গে সম্পর্ক অত্যন্ত৩ গভীর ও ব্যাপক।

উত্তরঃ মানুষ, পরিবেশ ও সম্পদের।

১.২ মানুষের উপজীবিকার প্রধান মাধ্যম ________ ও তার উৎপাদন, _________ ও _____ ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়।

উত্তরঃ সম্পদ, বিনিয়োগ সংরক্ষণ ও বিস্তরণ

১.৩ অর্থনৈতিক ভূগোল অধ্যয়ন এই সব _______ করতে পারে।

উত্তরঃ বিচার বিশ্লেষণ

১.৪ অর্থনৈতিক ভূগোল বিষয়লব্ধ জ্ঞান মানুষকে তার ______ , _____, _______ ও _____ বিষয়ক সঠিক ধারণার _____ ঘটায়।

উত্তরঃ চারিপার্শ্বের পরিবেশ, সম্পদ, ও সংস্কৃতি, উন্মেষ।

১.৫ মানুষকে পার্থিব জীবনে _ ও _____ ভাবে উন্নতিতে এক বলিষ্ঠ __________ রাখে।

উত্তরঃ অর্থনৈতিক ও সামাজিক, ভূমিকা

১.৬ জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত খাতের উন্নয়নে ___________ _______ অবদান অনস্বীকার্য।

উত্তরঃ অর্থনৈতিক ভূগোলের

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। অর্থনৈতিক ভূগোলের বিষয়বস্তু ছকটি অঙ্কন করুন।
২। অর্থনৈতিক ভূগোলে কিসের অনুশীলন হয়?
৩। অর্থনৈতিক ভূগোল পাঠের মাধ্যমে কি কি অর্জিত হয়?
৪। অর্থনৈতিক ভূগোল বিষয়লব্ধ জ্ঞান কি কি ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে?
৫। অর্থনৈতিক ভূগোলের মূলতঃ কি কি অবদান অনস্বীকার্য?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। অর্থনৈতিক ভূগোলের বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।
২। অর্থনৈতিক ভূগোল পাঠের প্রয়োজনীয়তা কি? তা বিস্তারিতভাবে লিখুন।
৩। অর্থনৈতিক ভূগোল অনুশীলনের মাধ্যমে কি কি সুফল পাওয়া যায় লিখুন।